সংবাদ

তারিখ ... 11-1-85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

061-120

নিহত প্রিসাইডিং অফিসার অধ্যাপক রবের অসহায় পিতা ও পুত্রের ফরিয়াদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কথা বেরোতে চায় না পটুয়াখালীর বেতাগী উপজেলায় পুলিশের গুলীতে নিহত প্রিসাইডিং অফিসার অধ্যাপক আবদুর রবের বাবা ও তাঁর আট বছর বয়সের একমাত্র ছেলের মুখ থেকে। ঘটনার আকস্মিকতাই শুধু একটা জগদ্দল পাথর হয়ে তাদের কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসেনি, দুঃখের আরো হেতু আছে; বিষাদের আছে আরো কারণ।

গত ২৮শে নভেম্বর পটুয়াখালীর বরগুনা মহকুমার বেতাগী উপজেলায় ইউপি নির্বাচনে একটি ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক আবদুর রব। গরীব কাঠ মিস্ত্রী মোঃ আবুল কাসেমের ৭টি ছেলে ও ৪টি মেয়ের মধ্যে বড় আবদুর রব এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। গরীব পিতার আর সাধ্য ছিল না পড়াশুনার খরচ যোগাবার। রেডক্রস অফিসে পিয়নের চাকরি করে বেতনের পয়সা দিয়ে আবদুর রব এইচএসসি'তেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বি,এ এবং এম,এ পাসও করলেন গরীবের এই যক্ষের ধন। কলেজে অধ্যাপনার বেতনে পুরো সংসার চালাতেন। মরহুম রবের ভাইয়েরাও মেধাবী। মেধা ভাই আবুল কালাম ১ম বিভাগে চারটি লেটার নিয়ে এসএসসি উত্তরে এখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। মরহুমের ছেলেও মেধাবী খাজুরতলা প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ফার্স্ট বয়।

ঘটনার দিন সকাল দশটায়

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পিতা ও পুত্রের ফরিয়াদ

(১ম পাতার পর)

এক পুলিশ হাবিলদারের গুলীতে একজন আনছার ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। আবদুর রবের গায়ে দুটি গুলী লাগে। এসপির বোটে করে তাকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে নেয়া হয়। দুটো অপারেশনের বহুল সয়ে ছ'দিন পর ৪ঠা জানুয়ারী অধ্যাপক রব পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

মরহুমের বাবা দুঃখভারাক্রান্ত গলায় বললেন, এমনিতে গরীবের সংসার। চিকিৎসার টাকা কোথায় পাব? ছেলের বন্ধু-বান্ধব ও সহৃদয় ব্যক্তিরা টাকা দিল। অপারেশন, রক্ত কিনতে ও লাশ ফিরিয়ে আনতে সবসুদ্ধ প্রায় ৯ হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। কিন্তু এর মধ্যে সরকারী কোন লোকের দেখা পেলাম না, সরকারের কোন লোক এসে খোঁজ-খবর নিল না। অথচ আমার ছেলে তো সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মারা গেছে। নির্বাচন কমিশন কোন খবর নেয়নি।

তবে তিনি জানালেন, ৮ই জানুয়ারী বেতাগী উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে ২ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাতে কি হবে? আমার ছেলে ছিল একমাত্র উপার্জনক্ষম। এখন খাব কি?

মৃত্যুর আগে অধ্যাপক রব তাঁর বাবাকে বলে গিয়েছিলেন, 'আমি বাঁচমু না। পোলাডারে দেইখোন।' কিন্তু কে দেখবে? মরহুমের অসহায় পিতা ও আট বছরের ছেলে জাহাঙ্গীর কবির কথা বলছিল অস্পষ্ট স্বরে। মনের উথাল-পাতাল আবেগকে কথায় সাজিয়ে মুখ থেকে বের করতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। কারণ হারানোর বেদনাই শুধু তাদের বিমূঢ় করেনি, দুঃখ কষ্টের যে অনন্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের সামনে রয়েছে তা মোকাবেলার পথ তো জানা নেই।